Radio Serial Script No. 50 - Early Warning Systems

রচনা

সায়েন্স কমিউনিকেটরস্ ফোরাম – এর পক্ষে

সত্যব্রত রায় বর্ধন

শ্রুতি নাটকটির কুশীলব

অপূর্ব, মলয়, বিশু, শবনম ও তপতী - স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী।
তাপস – স্থানীয় যুবক, বয়স বছর পঁচিশ।
বাঁশী – স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।
বিজন – গ্রাম-সভার সদস্য।
সিরাজ – ফেরীর ইজারাদার।
দয়াল জানা – বয়স্ক মানুষ, পঞ্চায়েত সদস্য।

পর্ব - ১

[নদীর পারে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নদীর বাঁধ দেখা যাচ্ছে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যাচ্ছে। দ্বাদশ শ্রেণীর। নদীর বাঁধে উঠলেই ফেরী। নদীর ওপারে স্কুল। অল্প অল্প বৃষ্টি। কাল থেকে সাইক্লোনের মত হাওয়া ও বৃষ্টি হচ্ছে। এখন খুব হাওয়া দিচ্ছে। সেই মতো আবহসঙ্গীত চলবে।]

অপূর্ব - স্কুলে যেতে যেতে কাকভেজা হব রে।

মলয় – সে আর কী করা যাবে বল। আমি কাল যাইনি। তুই তো গেছিলি নাকি?

বিশু – ওতো গুড বয়। আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও অপু স্কুলে যাবে।

[হঠাৎ তপতীর পা-পিছলে যাবার মতো হবে]

তপতী – ওমাগো! আমার ছাতা গেল। ধর্ ধর্।

শবনম – আস্তে, আস্তে। আমি ধরেছি। ছাতা বন্ধ কর্। ওটার কিছুই তো নাই।

তপতী – এমা! আমার ছাতা ভেঙ্গে গেল। এখন আমি কি করি?

বিশু – কি আর করবে? নাচো রাস্তাতে।

শবনম – তোরা চুপ করবি? যা তোরা এগিয়ে যা। পেছন পেছন কুট কাটতে কাটতে আসতে হবে না।

অপূর্ব – এইরে! আমার জুতোর ফিতে ছিঁড়েছে। কি ঝামেলা বল তো?

তপতী – (বিশুর কথা নকল করে) কি আর করবে? নাচো রাস্তাতে।

[হাওয়ার বেগ বেড়েছে। সেই মতো আবহসঙ্গীতে পরিবর্তন আসবে]

মলয় – আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে নারে! ঠিকঠাক পৌঁছাতে পারলে হয়। না এলেই ভালো ছিল।

তপতী – আমার দাদাকে দেখেছিস? আমার একটু আগেই তো বার হোল বাড়ি থেকে।

মলয় – তাপসদা? সে তো আমদের অনেক আগে এসেছে। মতির দোকানে সিগারেট ফুঁকছিল।

বিশু – সে আর কি করবে, আমাদের মতো তো ইস্কুলে যাবার ঝামেলা নাই। কেবল তপতীকে ফেরীতে পৌঁছে দিতে আসেন।

শবনম – বিশু, তোর খুব গুমর রে। তাপসদার মতো অবস্থায় পড়লে দেখতি।

তপতী – যেতে দে শবনম, সবাইকে সব বলতে নেই, বুদ্ধি সমান হয়না সবার।

বিশু – কেন কেন, আমার বুদ্ধির কি কম দেখলি তুই? তাপসদা হঠাৎ ইস্কুল ছাড়ল কি না?

তপতী – হাঁ ছাড়ল। তবে কেন ছাড়ল তা তুই জানিস! তবে খোঁচাস কেন?

অপূর্ব – তোরা থামবি? আমার কেন জানি ভালো ঠেকছে না।

তপতী – নারে অপু, ওই একই কথা শুনে শুনে পাগল হয়ে যাব?

অপূর্ব – আমি জানি রে। দিনু কাকা হঠাৎ চলে গেলেন। পুরো সংসার এখন টানছে তাপসদা তা সব্বাই জানে।

মলয় – পা চালিয়ে চল, ফেরী বন্ধ করে না দেয়।

[দূরে তাপসকে বাঁধের ওপর দেখে]

মলয় – আরে তাপসদা না? তাপসদাই তো। হাত নেড়ে আমাদের ডাকছেন যেন।

শবনম – হ্যাঁ, হ্যা, তাপসদা। (খুব জোর গলায়) আসছি দাদা, আসছি। এই বিশু বল্ না।

বিশু – (উঁচু গলায়) আ স্ ছি তাপসদা। তোরা আমার বইটইগুলো ধর্। আমি দৌড়োই, কিছু একটা গোলমাল হোল।

তপতী – আমাকে দে। সাবধানে দৌড়ো। পড়ে আবার হাত-পা ভাঙ্গিস না।

মলয় – মেয়েরা তোরা দুজন পেছন পেছন আস্তে আস্তে আয়, আমাদের জিনিসগুলো ধর্।

অপূর্ব – স্কুলে আর যাওয়া হোল না। ধ্যাত্তিরিকা চল পা চালা।

মলয় - আ স ছি তাপসদা। আমরা আসছি।

তপতী – দা দা, আমি আসছি দাদা। দাদা আমি আসছি - ই - ই।

[দূর থেকে তাপসের কথা ভেসে আসে। মুখের কাছে হাত নিয়ে ডাকছে]

তাপস – হো ই, হো ই। বাঁ ধে ফা ট ল। সা ব ধা ন, সা ব ধা ন। বাঁ ধে ফা ট ল।

তপতী – দা দা, আ মি আসছি দা দা।

মলয় - আ স ছি তাপসদা। আ ম রা আ স ছি।

[দূর থেকে তাপসের কথা ভেসে আসে]

তাপস – বাঁ ধে ফা ট ল। সা ব ধা ন, সা ব ধা ন। বাঁ ধে ফা ট ল। সিরাজ চাচা শু ন তে পা চ্ছ। বাঁ ধে ফা ট ল। ফেরী ব ন্ ধো করো চাচা।

[সবাই তাপসের কাছে। হাওয়ার বেগ বেড়েছে। আবহসঙ্গীতেও পরিবর্তন]

মলয়, অপূর্ব, শবনম সবাই একসাথে – কি, কি হয়েছে তাপসদা।

তপতী – দা দা, কি হয়েছে দা দা? তুই পড়ে গিয়েছিস দাদা? তোর লাগেনি তো?

তাপস – আমি ঠিক আছি। সবাই ঠান্ডা মাথায় শোন্। বাঁধে ফাটল ধরেছে। গ্রামে খবর দে। মেয়েদের উলু দিতে আর শাঁখ বাজাতে বল্। ঝুড়ি কোদাল নিয়ে ব্যাটাছেলেদের আসতে বলবি।

বিশু – মলয় আমার মাকে বলে দিস্। তাপসদা আমি কাহারপাড়া হয়ে গাজিপুর যাই?

তাপস – পারবি? পারতেই হবে। দৌড়ো। জুতো হাতে। গাজিপুরের সোনাচাচাকে মসজিদের ইমামসাহেবদের আর বিজাখালিতে খবর দিতে বলবি। কি করতে হবে উনি জানেন। একটু দাঁড়া।

তপতী – দাদা, আমি তোর কাছে থাকি?

তাপস – না। তুই মাকে বলে তারপর শবনমকে নিয়ে স্কুলে যাবি। বাঁশীদিকে বলে একসাথে ফিরে বাড়িতে থাকবি। শবনম নিজের পাড়াতে সব বাড়িতে খবর দেবে। বাড়িতে থাকবে। সবাই একটু দাঁড়া।

শবনম – সে দাঁড়াচ্ছি। আব্বুকে তুমি তাহলে বলে দিও।

তাপস – সিরাজচাচা আসছেন ঘাট থেকে। আমি বলে দেব।

[ফেরী ঘাট থেকে বিজন, সিরাজ এসে গেছে।]

বিজন – কি ব্যাপার তাপস? কি হয়েছে ? ও বাবা ফাটল? এতো অনেক ফাটল! তুই কখন?

তাপস – আধা ঘন্টা বিজনদা। একটুখানি ছিল। এর মধ্যে এক ফুটের মতো। শোন্ মলয়, অপূর্ব তোরাও গ্রামে খবর দে।

বিজন – একটা কথা। ছেলে-মেয়েরা কেউ ঘাবড়াবে না। জিজ্ঞাসা করলে বলবে, সিরাজভাই, তাপস আমি সবাই আছি। সবাই মুখে হাত দিয়ে ব্রতচারীর মত ওঁয়া ওঁয়া শব্দ করে দৌড়াবে। সাবধান। পিছল রাস্তা। নাউ গোওও।

[অপূর্ব, মলয়, বিশু, শবনম ও তপতী গ্রামে ফিরে যাবে। সবাই - ওঁয়া ওঁয়া শব্দ করে দৌড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে শব্দ মিলিয়ে যাবে। সেকেন্ড পাঁচ চলবে]

বিজন – সিরাজভাই কিছু একটা করতে হবে। আর সেটা তাড়াতাড়ি।

সিরাজ – একেবারে ঠিক। সরকারের ব্যবস্থা মানে দিন দশেকের ধাক্কা। খনার একখান বচন বলি, চাঁদের সভার মধ্যে তারা, বর্ষে পানি মুষল ধারা। তিনদিন রাতে দেখি চাঁদ তারা নিয়ে সভা করছে। তখন -

তাপস – (অসহিষ্ণু স্বরে) সিরাজচাচা খনার প্যাঁচাল না-শুনে কাজ করলে হয় না?

সিরাজ – তা ঠিক। দূর থেকে মাটি আনতে হবে। সেটা ভাব। একবার মহল্লাতে যেতে পারলে –

তাপস – সে আপনি ভাববেন না। শবনমকে বলা হয়েছে। সে কুসুমচাচীকে বলে স্কুলে বাঁশীদিকে খবর দেবে। তপতী সাথে থাকবে। বিজনদা, ফাটল কিন্তু বাড়ল আরো।

বিজন – তা বাড়ুক। দরকার মতো মাটি, বাঁশ আর গাছের ডালপালার ব্যবস্থা রাখতে হবে সিরাজভাই। ঠিক কি না?

সিরাজ – একশবার। আমার বাড়ি কাছে, বাঁশ আমি ঝাড় থেকে বিশ-পঁচিশ যা লাগবে ব্যবস্থা করব।

বিজন – মাটির দায়িত্ব গ্রামসভার। ওটার জন্য ভাববার দরকার নেই। বাকী গাছের ডালপালা।

তাপস – আমি চলে চলি বিজনদা? ওটা নিয়ে পাড়াতে কথা বলি?

বিজন – না, আমাদের মধ্যে তোর মাথা সব চাইতে ঠান্ডা। তুই এখানে থাকবি। পঞ্চায়েত থেকে দয়াল কাকা আসবেন। তাঁরে তুই সামলাবি। আমি দেখছি গাছের ডালপালার ব্যাপার। ভাবিস না।

[শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ আর দূরে উলু আর শাঁখ বাজানোর শব্দ ও আজান গোছের ডাক শোনা যাবে।]

তাপস – (উত্তেজিত স্বরে) গ্রাম জেনে গেছে, গ্রাম জেনে গেছে বিজনদা। সিরাজচাচা ইমামসাহেব জেনেছেন, মানে কুসুমচাচীও জানতে পেরেছেন। কি বলেন?

সিরাজ – শাবাশ তাপস, তোমার ভলান্টিয়ারদের জবাব নেই।

[হাওয়ার, উলু আর শাঁখ বাজানোর শব্দ ও আজান গোছের ডাকের সাথে অনেক মানুষের কোলাহল এবং আবহসঙ্গীত মিলে পর্ব শেষ হবে।]

পর্ব – ২

[গ্রামের ইকো-ক্লাবের ঘর। পড়ন্ত বিকেল। অপূর্ব, মলয়, বিশু, শবনম ও তপতী ও তাপস কথা বলছে]

তাপস – হ্যাঁরে, সবাই খবর পেয়েছে তো? বিশু?

বিশু – হ্যাঁ, তাপসদা, আমি আর অপূর্ব বাড়ি ধরে ধরে বলেছি সব মেম্বারকে। মলয় আর শবনম যার যার পাড়াতে বলেছে। কীরে মলয় ঠিক বলেছি?

মলয় – ঠিক। বলেছি বিজনদা সব ইকো-ক্লাব মেম্বারদের সাথে কথা বলবেন।

তাপস – আর বাঁশীদি? বাঁশীদিকে কে বলেছিস?

শবনম – আব্বু আসবেন। বললেন বিজনদা বাঁশীদি আর আব্বু একসাথে আসবেন।

তপতী – (অন্য ঘর থেকে) দাদারে আমি সোলার লাইটটা নিয়ে আসছি। মনে হয় লাগবে।

তাপস – মনে হবার কিছু নেই, লাগবে। হ্যারিকেনটাও ঠিক করে নিয়ে আয়। শবনম তুই গগনদার মাকে বল কাপ দশ চা লাগবে।

তপতী – (অন্য ঘর থেকে) শবনম যাস না। আমি পনের কাপ লাল চায়ের কথা বলে এসেছি। তুই এঘরে আয়, হ্যারিকেনের কাঁচটা বরং মুছে দে। আমি তেল ভরছি।

বিশু – জানালা দুটো বন্ধ করে দি। মশা আসছে এরই মধ্যে। (জানালার কাছ থেকে) তাপসদা, বিজনদারা আসছেন।

তাপস – আমি দেখছি । (দরজার কাছ থেকে) আসুন বিজনদা, আসুন সিরাজ চাচা। বাঁশীদি আসুন।

[বিজন, সিরাজ ও বাঁশীর প্রবেশ। প্রায় সাথে সাথে আরও পাঁচ-ছয়জন ক্লাব মেম্বার, তবে তাদের কোন সংলাপ নেই]

তাপস – বিজনদা, আপনারা এই চেয়ারে বসুন। আপনারা সবাই বসুন। বিশু, অপূর্ব, মলয় তোরা একজন দরজার কাছে থাক। কেউ এলে ভেতরে নিয়ে আসবি।

বিজন – আসুন সিরাজভাই আমরা সবাই শতরঞ্জিতে বসি। তাপস, তুই সুরু কর।

তাপস – মাননীয় গ্রাম-সদস্য, সিরাজচাচা, প্রধান শিক্ষিকা ও ইকো-ক্লাবের বন্ধুরা, আমরা কিছুদিন আগে ভাঙ্গা বাঁধ নিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। আমরা ওই বিষয়ে ভালোভাবে বুঝে আমাদের কিছু করবার আছে কিনা তা আলোচনা করব আজ। বিজনদা এবার আপনি বলুন।

বিজন – সেদিন তাপস ও ইকো-ক্লাবের কয়েকজন বন্ধু সজাগ থেকে ও গ্রামের সবাই মিলে ঝাঁপানোতে, আমি বলব, বড় বিপদের হাত থেকে আমরা বেঁচেছি। ঠিক কিনা?

[সবাই বলবে ঠিক ঠিক]

বিজন – আদিম মানুষ প্রকৃতির উপদ্রব আর বিপর্যয় থেকে বাঁচতে গুহাকে নিরাপদ ভেবেছিল। মানুষ বাড়ি বানিয়ে তাতে বাস করছে। বিজ্ঞান মানুষের হাতে খুব শক্তি দিয়েছে। কিন্তু বিপর্যয় বন্ধ হয়েছে? কি সিরাজভাই?

সিরাজ – মোটেও না। বাঁধ দিয়ে নদীকে শাসন করে এখন বাঁধ ভাঙ্গার উপদ্রব নিয়ে ব্যস্ত আমরা।

বিজন – বানভাসি নদী গেরস্তের ঘর ভাঙ্গছে। বন্যাতে ফসল বিঘের পর বিঘে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটাও বিপর্যয়।

অপূর্ব – কিন্তু নদীর জলকে বাঁধন দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ বানিয়েছি।

বিজন – পোষ মানাতে পারলাম কি? আর বিদ্যুৎ? ওতো শহরের জিনিস এখনো, আমরা কি ভোগ করতে পাই? পাই না। আরেক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঝড়। সাইক্লোন। ঝড় ঘরবাড়ি উড়িয়ে নিচ্ছে। মানুষ মরছে। দুর্ভোগ শেষ হয় নি।

সিরাজ – আমি আরেকটা কথা বলি। আমরা গ্রামে থাকি। কত অসুখ-বিসুখে আমরা ভুগি। ডাক্তার বদ্যির অভাব। শহরে যেতে হয় একটু অসুখ হলেই চিকিৎসার জন্য। কখন যে কে এসে জীবনে থাবা বসাবে জানিনা। তা এগুলোও তো উপদ্রব বা বিপর্যয়। তাই তো?

বিশু – তাপসদা, আমি একটা কথা বলি? আকাল। দুর্ভিক্ষ। ওটাও একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। না, না, বহু সময় মানুষের তৈরি বিপদ। তাহলেও বিপদ বা বিপর্যয় তো বটেই।

অপূর্ব – আচ্ছা, সিরাজচাচা, আমি বইতে পড়েছি সুন্দরবনে বাঁধের দেখাশোনা করবার জন্য জমিদারেরা বেলদার বলে এক রকমের চৌকিদার লাগাতেন?

বিজন – ঠিক বলেছ। ওই বেলদার বর্ষাকাল থেকে শীতকাল পর্যন্ত আটমাস বাঁধ পাহারা দিত। বাঁধের কোথায় ইঁদুরে বা কাঁকড়াতে গর্ত করল, কোথায় ফাটল ধরল তা দেখত। ভাটার সময় তা মেরামত করা ওদের কাজ ছিল।

তাপস – বিজনদা, অপূর্ব কিন্তু খুব দামী একখান কথা বলল বা বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দিল।

বিজন – কী রকম দামী ইঙ্গিত শুনি?

তাপস – বেলদার দিয়ে বাঁধের খোঁজখবর রোজ দরকারের সময় নেওয়া হত, যাতে বাঁধ ভেঙ্গে কোন বিপদ নাহয়।

বাঁশী – প্রিভেনটিভ মেজার। ঠিক এই কথাটাই সবার কথা শুনে আমার মনে আসছিল বিজনদা।

বিজন – প্রিভেনটিভ মেজার? সেটা কীরকম?

[ভেতরের দরজা থেকে তাপসী বলবে]

তাপসী – এক মিনিট। বিশু সোলার-লাইটটা ধর। অন্ধকার হয়ে আসছে। (তারপর তাপসকে) দাদা তোদের চা দিই? কাকিমা চা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সিরাজ – গগনের মা খালি চা পাঠিয়েছেন? ভাবা যায় না।

শবনম - (কপট রাগে) আব্বু আপনারে সব্বাই পেটুক বলবে যে!

[সবাই হেসে উঠবে]

তাপসী – না, সিরাজচাচা, গরম গরম আলুর চপও আছে!

সিরাজ – (কপট গাম্ভীর্যে) আলুর চপ? তায় আবার গরম গরম? কী দরকার ছিল অত? একগাল মুড়ি হলেই চলত! ভাবীকে নিয়ে আর পারা গেল না।

[সবাই এবার জোরে হেসে উঠবে]

বিজন – চা চপ দিয়ে দাও তাপসী। হ্যাঁ, বাঁশী আপনি কি যেন কি মেজার বলছিলেন?

বাঁশী – প্রিভেনটিভ মেজার। প্রতিরোধক ব্যবস্থা। কোন বিপদ বা বিপর্যয় বা উপদ্রব আটকাতে কোন ব্যবস্থা নেওয়া। যেমন, বাঁধ ভেঙ্গে যাতে কোন বিপদ নাহয় তা আটকাতে বেলদারের রোজ বাঁধ দেখাশোনা করবার ব্যবস্থা করা। একেই আমি প্রতিরোধক ব্যবস্থা বলছি।

বিজন – বেশ বেশ। তো আমরা কি কি ব্যবস্থা নিতে পারি বলে আপনি মনে করেন?

বাঁশী – সময় আছে? একটু বিস্তারিত ভাবে বলি?

বিজন ও সিরাজ – আরে অবশ্যই বলবেন।

বাঁশী – কলকাতায় আমাকে পড়াশুনোর কাজে মাঝে মাঝে যেতে হয় তা আপনারা জানেন। গতবার সেখানেই শুনলাম, ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অর্থ সাহায্য নিয়ে বসুমিতা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে পঁচাত্তরটা স্কুলে এই রাজ্যে।

বিজন – ঠিক ঠিক, এরকম দুটো বসুমিতা কেন্দ্র আমাদের এই জেলাতেও দুটো স্কুলেও হয়েছে বলে ভাসা ভাসা শুনলাম যেন কবে!

বাঁশী – কলকাতার সায়েন্স কমিউনিকেটরস্ ফোরাম নামে একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই কাজটা করেছে।

বিজন – তা সেই কেন্দ্রে কি হয়?

বাঁশী – ওটা একটা ছোট্ট আবহাওয়া অফিস।

বিজন – কি রকম সেই আবহাওয়া অফিস?

বাঁশী – আসলে একটি অবজারভেটরি বা বাংলাতে বলতে পারি একটি মানমন্দির।

অপূর্ব – ওরে বাবা, সেতো খুব বড় জিনিস দিদি!

বাঁশী – এর তিনটে ভাগ, কৃষি-আবহাওয়া কেন্দ্র, মাটি ও জল পরীক্ষা কেন্দ্র আর মানচিত্র আঁকবার কেন্দ্র। আপাতত আমরা কৃষি-আবহাওয়া কেন্দ্রটি নিয়ে কথা বলব।

সিরাজ – বেশ দরকারি ব্যাপার মনে হচ্ছে। বলুন দিদিভাই।

বাঁশী – এই কৃষি-আবহাওয়া কেন্দ্রটিতে ইকো-ক্লাবের ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকদিন কতটুকু বৃষ্টি হল, তাপমাত্রা, রোদ, আর্দ্রতা কি ছিল, মেঘ, বাতাসের প্রবাহের, বাষ্পীভবনের হার কি পরিমান ছিল তা মাপবে।

সিরাজ – আর তা থেকে আবহাওয়া কেমন থাকবে আন্দাজ করা যাবে?

বাঁশী – ঠিক তাই। গ্রামের অভিজ্ঞ চাষি তার অভিজ্ঞতার সাথে সেই খবর মিলিয়ে একটা পূর্বাভাস দিতে পারবেন বৃষ্টি বা ঝড় বা ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা কি বা কতটা। আমরা সেই মতো সাবধান থাকব।

বিজন – প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিতে পারব। তাই তো?

বাঁশী – ঠিক তাই। একেবারে ঠিক।

বিজন – তার জন্য তো অনেক যন্ত্রপাতি লাগবে?

বাঁশী – তা লাগবে বই কি। তবে থার্মোমিটার, অ্যানিমোমিটার এরকম কয়েকটা বাজার থেকে কিনতে হলেও দুএকটা আমরা এখানেই বানিয়ে নিতে পারব। খরচ কিছু তো হবেই। তবে খুব মারাত্মক কিছু না।

বিজন – আপনি লিস্ট দিন, আসছে শনিবার আমি পঞ্চায়েতের দয়ালকাকাসহ গ্রাম-সভাতে বিষয়টা তুলব। গ্রামে একটা পূর্বাভাষ কেন্দ্র বা যে কোন প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই হবে। পরের রোববার আমরা আবার এখানে বসতে পারি। কি সিরাজভাই, আপনি কি বলেন?

সিরাজ – অবশ্যই। এ ব্যাপারে দুটো মত থাকতেই পারেনা। তা আমাদের ছেলেমেয়েরা বলুক।

[অপূর্ব ও মলয়কে কিছু একটা প্রশ্ন করবার জন্য উৎসুক দেখে বাঁশী বলবেন]

বাঁশী – অপূর্ব, তোমরা কি কিছু জানতে চাও? বল বল কি বলতে চাও।

অপূর্ব – বাঁশীদিদি, এই যে আমরা শুনি আয়লা, সিডার বলে ঝড়কে নাম দেয় সেটা কে দেয় বা কেনই বা দেয়?

বাঁশী – বাঃ বাঃ বেশ প্রশ্ন। ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মায়নামার, ওমান, মালদ্বীপ আর থাইল্যান্ড মিলে একটি গোষ্ঠী আছে। এই গোষ্ঠী জলবায়ু আর আবহাওয়া সংক্রান্ত সব বিষয়ে একসাথে কাজ করে। নিজেদের মধ্যে খবর দেওয়া-নেওয়া করে। তাতে গোষ্ঠীর সব্বার উপকার হয়।

মলয় – বেশ মজার তো! যুদ্ধ করলে কি হবে এখানে ভারত পাকিস্থানের সাথে খবর দেওয়া-নেওয়া করে! ঝগড়া করবে আবার ফোন করে বলবে ভাই পাকিস্থান ঝড় আসছে, সাবধান!

বাঁশী – একদম ঠিক মলয়। তো প্রত্যেকটা ঝড়কে একটা নামে ডাকা হয়। সবাই মিলে অনেকগুলো নাম বেছে রেখেছে। নিলোফার, চপলা, আয়লা, আকাশ, ফানুস, নার্গিস, মালা এরকম। একটার পর একটার নাম দেয়। আয়লা নাম মালদ্বীপ দিয়েছিল।

[হাসির শব্দ]

সিরাজ – এখন বল গ্রামে একটা পূর্বাভাষ কেন্দ্র গড়ে তুলতে তোমাদের মত কি?

তাপস – আমরা সব কাজে রাজি চাচা। তবে আমি আরেকটা কথা জানতে চাই বাঁশীদিদির কাছে। বলব?

বাঁশী – আমার কাছে? বেশ তো বল। আমি যতটুকু জানি বলবার চেষ্টা করব।

তাপস – সেদিন বাঁধের ওপর ওই বিপদের মধ্যে আমাদের সিরাজচাচা এক খনার বচন ঝেড়েছিলেন। সেই বচন আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে আজও। তো এই খনার বচন ব্যাপারটা কি সত্যি?

বিজন – আমার মনে আছে। (একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে) চাঁদের সভার মধ্যে তারা, বর্ষে পানি মুষল ধারা। কি সিরাজভাই তাই তো?

[সবাই হেসে উঠবে]

সিরাজ – (কপট রাগে) এই তোরা হাসিস কেন? জানিস খনার বচন চাষবাসের কাজে খুব মান্যতা পায়?

বাঁশী – (একটু হাসতে হাসতে) কথাটা কিন্তু ঠিক। খনার বচন কেবল চাষবাসের কাজে নয়, আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবনেও খুব মানা হয়।

মলয় – (তড়বড় করে বলে ওঠে) আমি, আমি, আমি একটা বচন বলব? (কাউকে বলার সুযোগ না দিয়ে) মঙ্গলে ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছে তথা যা। ঠিক হয়েছে বাঁশীদিদি?

[সবাই হেসে উঠবে]

তাপসী – সাবাস মলয়চাঁদ, সাবাস। তোমারে এই নাও একটা ঠান্ডা আলুর চপ দিচ্ছি। তোমার প্রাইজ।

বাঁশী – (একটু হাসতে হাসতে) খুব ভালো বলেছ মলয়। এই খনাকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী কবি। তবে ওই নামে সত্যি কেউ ছিলেন কি ছিলেন না, থাকলে কোথায় ছিলেন, কবে তার জন্ম, কবে মৃত্যু এনিয়ে নানা মত।

বিজন – বটে বটে। খনাকে নিয়ে এত মতবিরোধ?

বাঁশী – হ্যাঁ, বিজনদা। তবে মতবিরোধ থাকলেও লোকশাস্ত্র হিসেবে খনার বচনের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব সবাই মানেন।

সিরাজ – দিদিভাই আমি সেই জন্ম ইস্তক মুরুব্বীদের কাছে চাষবাস, আবহাওয়া, বাড়ি বানানো, অসুখবিসুখ এই রকম নানান কাজ-কামে নানান বচন শুনেছি। মেনেওছি। এখনো মানি।

বাঁশী – আমার তো মনে হয় খনার বচন কেবল উপদেশমূলক বচন না। সমাজ ব্যবস্থাতে আরলি ওয়ার্নিং সিস্টেম। যাকে আমরা বলব মানুষকে পূর্বাভাষ দেবার সুরু করেন খনা। আজ থেকে আনুমানিক বারোশ বছর আগে। যা আজ টেঁকসই উন্নয়নের হাতিয়ার সিরাজভাই।

সিরাজ – এই তাপসটাকে বোঝান। সেদিন ওই টেনশনের মাঝে আমাকে বকেছে।

বাঁশী – খুব অন্যায় করেছ তাপস। শুনলাম নিজে ছেলেমেয়েদের বলেছে, গ্রামের সবাই যেন উলু দেয় আর শাঁখ বাজায়। আমি ক্লাসে ছিলাম তখন। হঠাত শুনি ওঁয়া ওঁয়া করতে করতে এই তাপসী আর শবনম স্কুলে হাজির। তো উলু দেয়া আর শাঁখ বাজানো, ওঁয়া ওঁয়া করা, প্রত্যেকটা কি? ওয়ার্নিং সিস্টেম।

(পর্ব শেষের আবহসঙ্গীত)

পর্ব – ৩

[গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার ঘর। উপস্থিত দয়াল জানা, বিজন, বাঁশী, তাপস, অপূর্ব, মলয়, বিশু ও তপতী। শেষ বিকেল]

বিজন - গত রোববারের আগের রোববার আমরা ইকো-ক্লাবে আমাদের গ্রামে একটা আবহাওয়ার পূর্বাভাষ কেন্দ্র বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম। পরে গ্রাম-সভার সদস্যদের সাথে আলোচনা করে আমি আমাদের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মহাশয়ের সাথেও আলোচনা করি। উনি আজ আমাকে এখানে আরও আলোচনার জন্য আসতে বলেছেন। এবার কাকা যদি কিছু বলেন।

দয়াল - বিজন যা বলল তা সঠিক। ওর কথা শুনে আমি পঞ্চায়েত-সভাপতির সাথে একটুকুন কথা বলে রেখেছি। তবে আরও আলোচনা করতে হবে। আমার আজ এখানে আসবার কথা থাকাতে তোমাদের ডেকে পাঠালাম। বাঁশীদিদি মনে হল বেশ জানে বিষয়টা। তাই।

বাঁশী – না, না, আমি পড়াশুনো করতে গিয়ে যেটুকু পড়েছি, যেটুকু বুঝেছি তাই বলি। আপনার অভিজ্ঞতা এবিষয়ে কত।

দয়াল – আরে সিরাজ কোথা? তাকে বলিস নি?

তাপস – আমি তো জানতাম সিরাজচাচা আসবেন। দুপুরে দেখলাম ভাবী আর মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। বললেন কাকাকে বলিস আমি একটুক আটকে গেছি। বিজনের সাথে কথা বলে নেব।

দয়াল – ও এই সেই ছানাপোনা আমাদের গ্রামের? খুব বড় কাজ সেদিন - বলব বিপদের দিনে - তোমরা করেছ।

বিজন - তাপসকে তো আপনি সেদিন দেখেছেন। বাঁধে ফাটল ওই প্রথম দেখে। তাছাড়া ওর কথা আপনাকে আমি আগেও বলেছি আলাদা করে।

দয়াল - দীনেনের ছেলে তো, আমার মনে আছে। তা তোমরা আমাকে আর একটু বুঝিয়ে বল বিষয়টা। কি চাও, কেন চাও, কার উপকারে আসবে আর সেসব করতে খরচাপাতি কেমন। সব শেষে সেই খরচাপাতি কোথা থেকে আসবে। কে বলবে বাঁশীদিদি না বিজন?

বিজন – বাঁশীদিই বলুন।

বাঁশী – আমার মনে হয় গত শতাব্দীর শেষ দশক প্রকৃতির রোষের দশক। উত্তর ইরানে ভূমিকম্প, বাংলাদেশে বন্যা, পেরুতে কলেরা মহামারী, উড়িষ্যায় ঘূর্ণিঝড়, লাটুর আর ভুজে ভুমিকম্প আর আমাদের রাজ্যে বিধ্বংসী বন্যা, সব মিলিয়ে প্রকৃতি যেন প্রতিশোধ নিয়েছে মানুষের ওপর।

দয়াল - হুম।

বাঁশী – আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের শক্তি দিয়েছে। অনেক কিছু আমরা এখন পাই, যা আগে পাইনি। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্ভোগ কমে নি। তবে দুর্ভোগের মাত্রা কমে আসে যদি আমরা আগে থেকে জানতে পেরে সাবধান হই।

দয়াল – মানুষের ভোগের লালসা কমলেও দুর্ভোগের মাত্রা কমে আসবে বলে আমার মনে হয়।

বিজন – তা ঠিক কাকা। তা আমরা চাই বিপর্যয় যাতে কম ক্ষতি করতে পারে, দুর্ভোগের মাত্রা যাতে কমে সেই ব্যবস্থা করতে। এতে আমাদের গ্রামের সবার উপকার হবে।

বাঁশী – আমরা যদি সাকসেসফুল হই একাজে তবে তা পুরো পঞ্চায়েতে সেই ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিতে সময় লাগবে না। আমাদের গ্রাম-সভা এই কাজে পথিকৃৎ হবে।

দয়াল – বিজন তুমি বলতে পারবে খরচ কেমন হবে?

বিজন – বাঁশীদি আমাকে একটা হাজার বারো টাকার বাজেট বলেছিলেন। কি বাঁশীদি, ঠিক বলছি?

বাঁশী – আমাকে পুরো প্রস্তাবটা লিখতে হলে সাত দিন সময় দিতে হবে। যন্ত্রপাতির দাম জোগাড় করতে হবে। সবটা লিখে যেমন আমি স্কুলের জন্য প্রস্তাব লিখি তেমন করে প্রস্তাব আপনাকে দিতে হবে। তাই তো বিজনদা?

বিজন – তাইতো কাকা? আপনি কি বলেন?

দয়াল – ঠিক। হাজার বিশেক টাকা একটা ভালো কাজে দিতে অসুবিধে হবে না। ও হ্যাঁ তোমরা সেদিন যে ভাবে বাঁধে ফাটল দেখে গ্রামের সবাইকে নিয়ে কাজ করেছ সেটা আমাদের পঞ্চায়েত-প্রধান সাহেব জেলা পরিষদের মিটিঙে শুনলাম বলেছেন। সবাই খুব এ্যাপ্রিশিয়েট করেছেন।

বিজন- তবে তো ওখান থেকেও আর্থিক সাহায্য আশা করতে পারি। না কি কাকা?

দয়াল – অবশ্যই পারো। তবে একটা কথা কি জানো? আমি তো মাস্টার মানুষ। পঞ্চায়েত আজ আছে, কাল নেই। তো পড়া ধরা আমার অভ্যেস। আমি এই ছানাপোনাদের সাথে দুটো কথা বলি বাঁশীদিদি?

বাঁশী – ওমা! অবশ্যই।

দয়াল – বেশ বেশ। এই যে চশমাবাবু, তুমি বল। নাম বলে তার পর উত্তর দেবে। ক্লাইমেট আর ওয়েদার তো একই মানে তাইতো?

অপূর্ব – আমি অপূর্ব রায়। ক্লাস টুয়েলভে পড়ি। ওয়েদার আর ক্লাইমেট এক নয়। ওয়েদার মানে আবহাওয়া। এখনকার, দুঘন্টার, কালকের, পরশুর আবহাওয়া। অর্থাৎ কম সময়ের। আর ক্লাইমেট হল জলবায়ু। একটা লম্বা সময়ের আবহাওয়ার চেহারা। সেটা এক বছরের হতে পারে, দশ বছরের হতে পারে আবার একশ বছরেরও হতে পারে।

দয়াল – গুড, ভেরী গুড। যাও, দশে দশ দিলাম তোমাকে। এবার তুমি মেয়ে। আসন্ন বিপদের সম্ভাবনার বিপদসংকেত দেবার কথা ভাবতে গেলে তুমি কোনটা প্রথমেই ভাববে?

তপতী – আমার নাম তপতী মণ্ডল। আমিও ক্লাস টুয়েলভে পড়ি। দাদু আমি প্রথমেই বলব ক্ষতির বা লোকসানের সম্ভাবনা কি বা কতটা হতে পারে, তার চেহারা কি, প্রবনতা বা ঝোঁক কোনদিকে সেটা প্রথমেই ভাববো।

দয়াল – গুড, ভেরী গুড। যাও, তোমাকেও দশে দশ। তুমি এবার। বিপদসংকেত খুব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে গেলে তুমি কি করবে?

মলয় – আমি মলয় পয়রা। ক্লাস টুয়েলভ। বাণী বিদ্যানিকেতন। আমি আগাম পূর্বাভাস বা বিপদসংকেত নিখুঁত করবার ও সময়মত সতর্ক করে দেবার ব্যবস্থা রাখব। এটা করতে পারলেই পূর্বাভাস বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারা যাবে।

দয়াল – বেশ, বেশ। তুমিও দশে দশ। এবার তুমি। তুমি বল আর কি কি ব্যাপারের দিকে তুমি নজর দেবে?

বিশু – দাদু আমি বিশ্বনাথ মিশ্র। মলয়ের সাথে পড়ি একই স্কুলে, একই ক্লাসে। অপূর্ব, তপতী আর মলয় যা যা বলল সে সে কাজ ওরা করছে কিনা আমি দেখব। আর পূর্বাভাসে যা বলা হচ্ছে তা সবার কাজে লাগবে তো? সেটা দেখব। না কি আলতু ফালতু বকছে তা চেক করবো।

[সবাই হো হো করে হেসে উঠবে]

দয়াল – চমৎকার। বিজন এটাকে সেন্টারের ইন-চার্জ করে দিও। এই বিষয়ে আমি তোমাদের সবাইকে আরও দুটো কথা বলব। খেয়াল রাখা উচিৎ যে আগাম পূর্বাভাস প্রচারের এবং তা যাদের বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য যা বলছি, তারা তা বোঝে কি। যে বার্তা দেওয়া হচ্ছে তা পরিষ্কার ও সহজে বোঝার মত কি?

বাঁশী – একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে তা হোল এই, যে বসুমিতা কেন্দ্র আমরা ভাবছি তা কিন্তু সরকারী আবহাওয়া দপ্তর থেকে যে সব পূর্বাভাস এখন দেওয়া হয় তার মত হবে না বা তার পরিবর্তে নয়।

বিজন – আরে না, না, বাঁশীদি তা আমরা জানি। একটা বসুমিতা কেন্দ্র আমাদের গ্রামে আর একটা বিজাখালিতে বসাবার কথা ভাবতে পারি।

দয়াল – আস্তে আস্তে এগোও। ভালো কথা, বাঁশীদিদি আমার এক ছাত্র কলকাতা আবহাওয়া অফিসে উঁচু পোস্টে আছে। তাকে বললে সে তোমাকে আর তোমাদের এই সব বুদ্ধিমান চেলাদের শলাপরামর্শ দিতে পারে। বলব তারে?

বাঁশী – তাহলে তো খুব ভালো হয়। আরলি ওয়ার্নিং সিস্টেম ও তার পেছনের কারিকুরি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারবো। (অপূর্বকে হাত তুলতে দেখে বলছেন) অপূর্ব, তুমি কিছু বলবে?

অপূর্ব – আচ্ছা দাদু আবহাওয়া অফিস এতো খবর এতো তাড়াতাড়ি পায় কি করে?

দয়াল – টেকনোলজির বা প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে এই তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া-নেওয়ার সুবিধে খুব বেড়েছে। কেবল তাড়াতাড়ি নয়, ঠিক ঠিক খবর পাওয়ার সম্ভাবনাও বহুগুণ বেড়েছে। সেটা হয়েছে উপগ্রহ থেকে আমরা নানা ছবি পাচ্ছি বলে।

অপূর্ব – হ্যাঁ, এসব আমরা তা হলে ঠিকই শুনেছি।

দয়াল – সেইসব ছবি বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করছেন। সবার কাছে সাথে সাথে সেই বিশ্লেষণের ফলাফল পাঠাচ্ছেন। আবহাওয়াতে কি কি বা আদপে কোন পরিবর্তন আসছে কি না তা সবাইকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচারের জন্য দিচ্ছেন। মানুষজনকে সাবধান করে দেবার প্রথম ছোটখাটো ব্যবস্থা হাওয়াই দ্বীপে ১৯২০ সালে করা হয়েছিলো বলে জানি।

বাঁশী – আমার মনে হয় যারা ওই আগাম পূর্বাভাস আদানপ্রদানের ও প্রচারের দায়িত্বে থাকেন এবং যাদের ওই আগাম পূর্বাভাস উপকারে আসে সেই উভয়পক্ষ সব সময় নিবিড় যোগাযোগ রাখবেন ও চলতি ব্যবস্থাকে অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সময়োপযোগী করে রাখবেন।

দয়াল – অবশ্যই। একথা তো ঠিক, যে কোন উদ্যোগ তখনই সফল উদ্যোগ হয়ে ওঠে, যখন কি রাজ্য কি কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো আর জনগনের মধ্যে একটা মেলবন্ধন গড়ে ওঠে।

বিজন – সেতো একশ ভাগ সত্যি কথা কাকা।

দয়াল - ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে সুনামি বিপর্যয় হয়েছিল তাতে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক প্রাণ হারায়।

বাঁশী – সুনামি অথবা ওই ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্ভাবনাকে আগে থেকে বুঝতে পারা বা সেই বিষয়ে কোন রকম ভবিষৎবাণী করতে পারবার সামর্থ পুরো দায়িত্বের অর্ধেক মাত্র। বাকি অর্ধেকেরও বেশি প্রয়োজন সেই খবর সবাইকে তাড়াতাড়ি জানান।

দয়াল – আর মাত্র একটি কথা বলব। যাঁরা চাষবাস করেন, যাঁরা নৌকো চালান, যাঁরা মাছ ধরতে যান বা যাঁরা অন্য জীবিকায়, তাঁরা রোদবৃষ্টি, ঝড়জল, গ্রীষ্ম বর্ষা প্রকৃতির বহু ইঙ্গিত, ঈশারা, বহু আভাস লক্ষণ ধরতে পারেন। সেটা তাঁদের পারম্পরিক জ্ঞান। বিপদের পূর্বাভাস এঁরা বুঝতে পারেন। এঁদের সাথে নিও তোমরা।

[সন্ধ্যা হয় হয়। ঘরে ঘরে শঙ্খ বেজে উঠবে। বিশু লাফ দিয়ে উঠে বলবে।]

বিশু – দাদু, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শশীদা বাইরে অপেক্ষা করছে। আপনার বাড়ি ফেরবার আরলি ওয়ার্নিং।

[সবাই হো হো করে হেসে উঠবে।]